দৈনিক ইত্তেফাক

20 JAN 1996

পৃঃ ৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও সন্নিহিত এলাকায় উত্তেজনা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৮ ও ২৯শে এপ্রিল '৯৫ ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘটিত সহিংস ঘটনা নূতন করিয়া দ্বিতীয় দফা তদন্তকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে। ইতিপূর্বে গঠিত তদন্ত কমিটি কাহারো বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ না করায় ভিসি প্রফেসর ইনাম-উল হক বিষয়টি তদন্তের ভার শৃংখলা কমিটির উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ভিসি'র নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা কমিটি আজ ২০শে জানুয়ারী উক্ত সংঘর্ষে আহতদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রেক্ষিতে পরদিন ২১শে জানুয়ারী এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা নিয়াছে।

উল্লেখ্য, অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ মামুনকে আহ্বায়ক করিয়া গঠিত ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গত ১লা অক্টোবর ভিসি'র নিকট তাহাদের পেশকৃত রিপোর্টে উক্ত সংঘর্ষে আহতদের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১৭ জন ছাত্রের একটি তালিকা জমা দেয়। ইহার পর শৃংখলা কমিটি শিবিরের ৯ জন এবং ছাত্রদলের ৮ জনকে শো'কজ নোটিস প্রদান করে। তবে তদন্ত কমিটি উক্ত সংঘর্ষে ভর্তিচ্ছু ছাত্রীর অভিভাবক আলী আজম হত্যা ও সাদ্দাম হোসেন হলের শতাধিক কক্ষ ভাংচুরের ব্যাপারে কাহাকেও চিহ্নিত করিতে পারে নাই বলিয়া জানায়। জানা যায়, ১৭ জন ছাত্রের শো'কজ নোটিসের জবাবের প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিসি এবং শৃংখলা কমিটির সদস্য-সচিব ও প্রক্টর রহমত আলী সিদ্দিকীর সহিত মতপার্থক্য দেখা দেয়। ঘটনা জানাজানি হইলে ছাত্রদল পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া রহমত আলী সিদ্দিকীর অপসারণ দাবী করে। ভিসি গত ১লা জানুয়ারী ব্যবস্থাপনা বিভাগের মোঃ মোশাররফ হোসেনকে প্রক্টর নিয়োগ করেন।

এ ব্যাপারে ভিসি'র সহিত যোগাযোগ করিলে তিনি জানান, শৃংখলা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী সিন্ডিকেট সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। এদিকে ছাত্র শিবির ভিসি'র নিকট তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন, অবিলম্বে ভাস্কর্য নির্মাণের ঘোষণা প্রত্যাহার ও এযাবৎ সংঘটিত সকল সন্ত্রাসী ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ ১০ দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করিয়াছে। তাহারা গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আসাদুজ্জামান তাহার লিখিত বক্তব্যে ভিসি'র বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনিয়া বলেন, রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দলীয়করণ করা হইতেছে। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী চরিত্র সংরক্ষণের দাবী জানান।

অপরদিকে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় ছাত্রদল ও শিবির কর্মীরা আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী এলাকায় মিছিল-সমাবেশ অব্যাহত রাখিয়াছে।